চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২২ মার্চ'২০২৩খ্রি.

রমজানে যানজটমুক্ত নগরী চান চসিক মেয়র

রমজান মাসে জনভোগান্তি হ্রাসে যানজটমুক্ত সড়ক চান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। বুধবার চসিকের নির্বাচিত ৬ষ্ঠ পরিষদের ২৬তম সাধারণ সভায় মেয়র বিভিন্ন সেবা সংস্থার সাথে এ বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য দিক-নির্দেশনা দেন।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র বলেন, পবিত্র রমজান মাসে মানুষ পরিবারের সাথে ইফতার করতে চায় আর ঈদের পোষাক কিনতে স্বচ্ছন্দে চলতে চায়। এজন্য রোজার মাস ও ঈদের সময় সড়কে যাতে যানজট না হয় সে বিষয়ে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সেবা সংস্থার একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। কাউন্সিলরবৃন্দ এবং প্রকৌশলীরা ওয়ার্ডের সড়কগুলোতে আলোকায়ন নিশ্চিত করবেন। আর হকারদের অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে। রোজায় বাজারগুলোর রাস্তা যাতে ব্যবহারযোগ্য থাকে এবং নালাগুলো যাতে পরিস্কার থাকে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছি।

"বর্তমানে ব্যাটারি রিকশা জনভোগান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে এ রিকশাগুলো বিপুল বিদ্যুৎ ব্যয় করছে। এ ব্যাটারি রিকশা কেবল বন্ধ করলে হবেনা, এর বিকল্পও আমাদের জনগণকে দিতে হবে। ইতোমধ্যে আমরা সৌরবিদ্যুৎচালিত রিকশা চালুর বিষয়ে অনেকটা এগিয়েছি। সৌরচালিত রিকশাগুলো বর্ষাকালে কিছুটা ধীরগতির হয়ে গেলেও সারা বছর বেশ ভালো সেবা দেয়। এধরনের বিকল্প হাজির না করে ব্যাটারি রিকশা বন্ধ করা কঠিন হয়ে যাবে।"

মেয়র নগরীর নিউমার্কেট, রেয়াজউদ্দিন বাজারসহ গুরুত্বপুর্ণ স্থানসমূহে হকারদের মাধ্যমে অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে গড়ে উঠা দোকান উচ্ছেদ, বহদ্দারহাট থেকে বারিকবিল্ডিং পর্যন্ত রিক্সা চলাচল বন্ধ, নগরীর ফ্লাইওভারের নীচে এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে সড়কসমূহে পে পার্কিং চালুকরণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

সভায় প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দসহ চসিকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় আলোচনার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, সিডিএর জলাবদ্ধতা নিরসণ প্রকল্পের কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুরাদপুর রোড ও মূল সড়কের সংযোগ স্থলে রাস্তা কর্তনের ফলে সৃষ্ট জনদূর্ভোগ লাঘব করতে হবে। মহেশ খালের মুখে জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী সুইচ গেইট নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়ায় জোয়ারের পানি না আপাতত অস্থায়ী সুইচ গেইট এবং উক্ত খালের উপর নির্মিত সেতুতে নিরাপত্তার স্বার্থে রেলিং স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বে খালের ভিতর দিয়ে পানি চলাচলের সুবিধার্থে খালের ভিতরে স্তুপীকৃত মাটিগুলো দ্রুত অপসারণ করতে হবে।"

সেবা সংস্থগুলোর মধ্যে কার্যক্রমের সমন্বয়ের আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী চসিকের ইতিহাসের সর্বোচ্চ আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দ দিয়েছেন। এই প্রকল্পসহ চলমান প্রকল্পগুলো শেষ হলে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। তবে, সেবা সংস্থাগুলো যদি চসিকের সাথে সমন্বয় না করলে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল হুমকির মুখে পড়বে।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে টানেল থেকে ফ্লাইওভার নির্মাণসহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করায় চট্টগ্রামের সন্তান এবং মেয়র হিসেবে চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে চাই। মেয়র জানান, গৃহকর নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে আপিলের মাধ্যমে কর নেয়া হচ্ছে। জনগণ গৃহকর দিয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরছে।

সভায় বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, দরপত্র কমিটির কার্যবিবরণী এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতিগণ তাদের নিজ নিজ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যবিবরণী পেশ করেন। সভায় চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, সচিব খালেদ মাহমুদসহ চসিকের বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ এবং নগরীর বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জলাবদ্ধতা থেকে বাঁচতে কর্ণফুলী নদী আর খাল বাঁচাতে হবেঃ চসিক মেয়র

জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি কর্ণফুলী নদী ও খাল বাঁচাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। বুধবার ৪নং চান্দগাঁও ওয়ার্ডস্থ পাঠানিয়া গোদা সড়কের উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন মেয়র।

সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার এ প্রকল্পের আওতায় সাবেক কাউন্সিলর নুরু ইসলাম এর বাড়ি সড়ক, আল আমিন বারিয়া সড়কের উন্নয়ন, রূপালী আবাসিক এলাকায় সড়কের উন্নয়ন, এন এম সি বাড়ি বাইলেইনের উন্নয়ন, মুকিম খন্দকার জামে মসজিদ পুকুর সংলগ্ন সড়কের উন্নয়ন, জব্বার চৌকিদার বাড়ি ও আবদুর ছবুর মুন্সী (শমসের পাড়া) সড়কের উন্নয়ন করা হবে।
মেয়র বলেন, চান্দগাঁও এলাকাবাসী নীচু সড়কের কারণে কষ্ট পাচ্ছে জেনে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সড়কে আধুনিকায়ন করছি। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এই এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা কমবে, মানুষ সহজে চলাচল করতে পারবে। এসময় নতুন সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি চট্টগ্রামের বিদ্যমান সব কাঁচা সড়কেরও আধুনিকায়ন করা হবে বলে জানান মেয়র।
নদী-খাল বাঁচানোর আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, বাকলিয়া থেকে মোহরা-চান্দগাঁওসহ চট্টগ্রামের নীচু এলাকাগুলোর মানুষেরা জলাবদ্ধতা সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে চট্টগ্রামবাসীকে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান করছেন। তবে, বর্তমানে অসচেতন আচরণের কারনে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেকে খালের জায়গা ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণ করছেন। এভাবে আমাদের নদী-খাল মেরে ফেললে কোন প্রকল্পই জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা।
"একসময় কর্ণফুলী নদী, চাক্তাই খালসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাধারে মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু, দখল-দূষণে এখন মাছতো দূরের কথা এগুলোর পানি মানুষের শরীরে লাগলে চর্ম্যরোগ হচ্ছে। আমাদের খেলার মাঠগুলো বেদখল হয়ে যাচ্ছে। আমরাই সুন্দর চট্টগ্রামকে হীনস্বার্থে বসবাসের অনুপযোগী করে ফেলছি। সরকার কাজ করছে তবে সরকারের কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে।"
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন-কাউন্সিলর মোঃ এসরারুল হক, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর জোবাইরা নার্গিস খান, চসিকের প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মনিরুল হুদা, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রিফাতুল করিম চৌধুরীসহ চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

চসিক অপর্ণা চরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সংর্বধনায় মেয়র
জ্ঞান ও গুণের সমৃদ্ধিতে আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার মূল আর্দশ

জ্ঞান ও গুণের সমৃদ্ধিতে আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার মূল আর্দশ বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী। তিনি বলেন, আজকের বিদায় অনুষ্ঠান মূলত বিদায় নয়, এটা তোমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের একটি ধাপ অতিক্রম মাত্র। মেয়র শিক্ষার্থীদের আলোকিত ও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার আহ্বান জানান। একটি আদর্শ জাতির নেতৃত্ব দিতে স্কুলের গণ্ডি থেকে আজ যারা বিদায় নিয়ে যাচ্ছ তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে অকুতোভয় সৈনিকের মত। সাফল্যের পথ যতই দুর্গম ও ভঙ্গুর হোক না কেন অবিচল নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যম নিয়ে সকল বাধাকে তুচ্ছ করে স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কান্ডারি হিসেবে তৈরী হতে হবে।
আজ বুধবার বিকেলে অপর্ণা চরণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংর্বধনা, বার্ষিক মিলাদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন।
চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর সলিমুল্লাহ বাচ্চু, চসিক শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রাণী চাকমা, বিদায়ী শিক্ষার্থী অনিতা সেন ও দশম শ্রেণির ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস তাসনিম প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জারেকা বেগম।

মেয়র আরো বলেন,বর্তমান বিশ্বে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে চলবে না। শিক্ষার্থীদের যে কোনো ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। হাতে কলমে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তথা তথ্য-প্রযুক্তির যুগে টিকে থাকার মতো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।
সভাপতির বক্তব্যে শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তবে সাফল্য নিশ্চিত। তিনি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পথ চলার বিষয়ে এখন থেকে প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং শিক্ষা জীবনে তাদের সফলতা কামনা করেন।
অনুষ্ঠান শেষে এস এস সি পরীক্ষার্থী, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে শুরুতে এস এস সি পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চসিক ও সেভ দ্য চিলড্রেনের উদ্যোগে ইপিআই ডাটা ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইউএস সিডিসি এর অর্থায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও সেভ দ্য চিলড্রেনের যৌথ উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী ইপিআই ডাটা ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক এক কর্মশালা গতকাল দুপুরে চসিক জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম

আকতার চৌধুরী। স্বাগত বক্তেব্য রাখেন সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের নগর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন কর্মসূচীর ম্যানেজার ডাঃ ওবায়দুর রহমান, ফ্যাসিলেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বুশরা তাবাসুম ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এসআইএমও ডাঃ সরওয়ার আলম। উপস্থিত ছিলেন-জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্ত্তী, ডাঃ মোঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডাঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে, ডাঃ জুয়েল মহাজন। সভা পরিচালনা করেন ভ্যাকসিনেশন ইনচার্জ মোঃ আবু ছালেহ প্রমুখ ।

প্রধান অতিথির বক্তেব্য চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, মা ও শিশুর জীবন রক্ষায় সারা দেশের ন্যায় মহানগর এলাকায় দৈনন্দিন রুটিন টিকাদান কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচীর সার্বিক কার্যক্রম ও তথ্য সমূহ ডিএইচআইএস-২ এর মাধ্যমে প্রদান করে সঠিক তথ্য নিয়মিত সরবরাহের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে দুইদিন ব্যাপী ইপিআই ডাটা ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইপিআই রির্পোটিং সঠিকভাবে প্রদানের মাধ্যমে টিকাদান কর্মসূচী সফলতা রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি এই বিষয়ে সকল জোনাল মেডিকেল অফিসার ও ইপিআই টেকনিশিয়ান গণকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান এবং সেভ দ্য চিলড্রেন কর্তৃক এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করায় তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮